দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখঃ২৯/১১/২০২৫ (পৃষ্ঠাঃ০৬)

বরেন্দ্র অঞ্চলে স্বর্ণার বিকল্প নতুন ব্রি-১০৩ ধান

উচ্চফলনশীল, রোগবালাই কম, স্বল্প জীবনকাল

স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী

রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলে স্বর্ণার বিকল্প হিসেবে উচ্চফলনশীল নতুন ব্রি-১০৩ ধানের আবাদ শুরু হয়েছে। এই নতুন ধান রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ও স্বল্প জীবনকাল। আমন মৌসুমে ভালো ফলন দেয় এবং এই ধানের খড় গুণমানে ভালো হয়। এই জাতের ধান পাকার আগে বাতাসে হেলে পড়ে না এবং চাল চিকন হওয়ায় চাষি ও ভোক্তাদের কাছে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এবার রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলের আট জন কৃষক ২৪ বিঘা জমিতে নতুন ব্রি-১০৩ ধান আবাদ করেছেন। সম্প্রতি রাজশাহীর তানোর উপজেলার কুজি শহর এলাকায় ব্রি-১০৩ ধানের মাঠদিবস অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীসহ উপস্থিত স্থানীয় ১০০ কৃষক এই ধানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আমন মৌসুমে রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষকদের ব্রি-১০৩ ধান চাষ করা যেতে পারে বলে আশ্বস্ত করেছেন উপস্থিত কৃষি বিজ্ঞানীরা।

রাজশাহী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্র জানায়, আমন মৌসুমে স্বর্ণা ধানের আবাদ রাজশাহী অঞ্চলের কৃষকদের কাছে দীর্ঘদিন থেকে জনপ্রিয়। চলতি বছরও রাজশাহীতে স্বর্ণা ধানের আবাদ হয়েছে ১৬ হাজার হেক্টর জমিতে। পাঁচ বছর আগে স্বর্ণা ধানের আবাদ হয়েছিল ২৮ হাজার হেক্টর জমিতে।

আলাপে রাজশাহীর তানোরের কৃষকরা বলেন, 'ঘূর্ণিঝড় মোন্থার প্রভাবে গত ৩১ অক্টোবর রাতে রাজশাহী অঞ্চলে যে বৃষ্টি ও বাতাস বয়ে যায়, তাতে মাঠের পর মাঠের স্বর্ণা ধান শুয়ে পড়ে। কিন্তু পাশেই আটজন কৃষকের ব্রি-১০৩ জাতের নতুন ধান দাঁড়িয়ে ছিল।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট রাজশাহীর প্রধান ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোহাম্মদ হোসেন অনুষ্ঠানে বলেন, 'স্বর্ণা ধান রাজশাহীর কৃষকেরা অনেক বছর ধরে আবাদ করছেন। নতুন ব্রি-১০৩ ধান এবারই প্রথম রাজশাহীর আটজন কৃষক আবাদ করেছেন।' তিনি বলেন, 'স্বর্ণা জাতের ধান বিঘায় ১৯ মণ পর্যন্ত ফলন হয়। আর ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত দেশি জাতের নতুন ব্রি-১০৩ ধানের ফলন গড় ফলন ২২ মণ পর্যন্ত হচ্ছে। এই ধানের রোগবালাইও কম, ধান এবং চাল চিকন হওয়ায় বাজারে দামও তুলনামূলক বেশি। সহজে এই জাতের ধান ঝড়-বৃষ্টিতে শুয়ে পড়ে না। এই ধানের খড়ে গুণমান ভালো হওয়ায় বেশি দামে বিক্রি করতে পারবেন। এই ধান আবাদে কৃষকরা লাভবান হবেন।' অনুষ্ঠানে কৃষি বিজ্ঞানীদের মধ্যে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট রাজশাহীর ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা তাপস কুমার হোড়, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সুমনা হক, তানোরের অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা সুভাষ কুমার মণ্ডল ও স্বশিক্ষিত কৃষিবিজ্ঞানী নূর মোহাম্মদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি বিজ্ঞানীরা জানান, নতুন ব্রি-১০৩ ধানের জাতটি উচ্চফলনশীল, গড় উচ্চতা ১২৫ সেন্টিমিটার, জীবনকাল ১২৮ থেকে ১৩০ দিন। এই ধানের গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৬ দশমিক ২ মেট্রিক টন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ৮ টন পর্যন্ত ফলন হয়। ধানের দানা লম্বা, চিকন, ভাত ঝরঝরে ও সুস্বাদু। পাতা খাড়া এবং পাকার সময় কাণ্ড ও পাতার রং সবুজ থাকে। চালের আকার আকৃতি লম্বা ও চিকন হওয়ার কৃষক ধানের দাম বেশি পাবেন।

রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চলে চলমান স্বর্ণা ধানের বিকল্প হিসেবে ব্রি-১০৩ জাতের ধানের আবাদ করা যেতে পারে। স্বর্ণার গড় জীবনকাল ১৪০ থেকে ১৪৫ দিন। স্বর্ণার চেয়ে প্রায় ১৫ দিন আগে ব্রি-১০৩ ধান পাকে। এই ধানের কাণ্ড শক্ত হওয়ায় গাছ হেলে পড়ে না।

রাজশাহীর তানোরের স্বশিক্ষিত কৃষিবিজ্ঞানী নূর মোহাম্মদ বলেন, 'আমি ব্রি-১০৩ ধান তিন বিঘা জমিতে আবাদ করেছিলান। আমার জমির ধান কাটা উপলক্ষ্যে মাঠদিবসের আয়োজন করা হয়। আমি ব্রি-১০৩ ধান বিঘায় ২১.৯৩ মণ পেয়েছি।' তানোরের আরেক কৃষক মোশাররফ হোসেন জানান, তানোরের জমি আলু আবাদের জন্য বিখ্যাত। এই নতুন জাতের ধান স্বর্ণার চেয়ে ১৫ দিন আগেই কাটা যাচ্ছে। তাই নতুন জাতের ধান চাষ আলু আবাদের জন্যও ভালো হবে।

রাজশাহী : তানোরে উচ্চফলনশীল নতুন ব্রি-১০৩ জাতের ধান কাটা ও মাঠ দিবস —ইত্তেফাক